রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৩৭১-আইন/২০২৪।—সরকার, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"আইন"** অর্থ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৬ নং আইন);

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ;

(গ) **"খতিয়ান"** অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর section 143 বা 144 এর অধীন প্রণীত বা হালনাগাদকৃত বলবৎ সর্বশেষ খতিয়ান;

(ঘ) **"পরিশিষ্ট"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো পরিশিষ্ট;

(ঙ) **"ভূমি"** অর্থ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত ভূমি;

(চ) **"ভূমি হস্তান্তর"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন উত্তরাধিকার, বিক্রয়, হেবা, দান, বণ্টন বা অন্য কোনোভাবে ভূমির মালিকানা হস্তান্তর।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ক্ষেত্রমত, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৬ নং আইন), Survey Act, 1875 (Act No. V of 1875), Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882), Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (Act No. XXIII of 1949) এবং State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ভূমি বিষয়ক প্রতারণা ও জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ রোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা।**—ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে, আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলায় কোনো দলিল প্রতারণা বা জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত বা প্রস্তুতকৃত মর্মে প্রমাণিত হইলে, বিচারিক আদালত উক্ত মামলার রায় বা আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করিয়া উহা প্রতারণা বা জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত বা প্রস্তুতকৃত মর্মে সংশ্লিষ্ট নথি, রেজিস্টার বা রেকর্ডপত্রে লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলে—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 'জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত দলিল' শীর্ষক রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আদালতের উক্ত রায় বা আদেশটি গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করিবেন, এবং, ক্ষেত্রমত, বালাম বইয়ে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে উক্ত দলিলের ভিত্তিতে মিউটেশন বা রেকর্ড সংশোধন কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(গ) জেলা রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারকে উক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার ধারাবাহিকতায় রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ঘ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্ট্রার যথাক্রমে, ক্ষেত্রমত, রেকর্ড সংশোধন বা রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমকালে দফা (ক) এ উল্লিখিত রেজিস্টার যাচাই করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৪। **প্রতারণা বা জালিয়াতির অভিযোগ বিচারার্থ প্রেরণ।**—(১) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ভূমি হস্তান্তর, জরিপ, রেজিস্ট্রেশন, রেকর্ড হালনাগাদকরণ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রমে প্রদর্শিত বা উপস্থাপিত কোনো দলিল বা তথ্যের বিষয়ে প্রতারণা বা জালিয়াতি করা হইয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জবাব প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জবাব প্রদান করিবেন, এবং উক্তরূপ জবাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, অথবা জবাব প্রদান করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি স্মারকে অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদিসহ উক্ত অধিক্ষেত্রের উপযুক্ত ফৌজদারি আদালত বরাবর বিচারার্থে প্রেরণ করিবে।

৫। **অবৈধ দখল প্রতিরোধে ব্যবস্থা।**—(১) আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আইনানুগভাবে দখলদার কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত তাহার দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা করা হইলে বা হুমকি প্রদান করা হইলে অথবা তাহাকে উক্ত ভূমির দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হইলে তিনি এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উহা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য **পরিশিষ্ট-১** অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীর শুনানি গ্রহণ এবং আবেদনপত্র ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে নালিশী ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা হুমকি প্রদান অথবা তাহাকে উক্ত ভূমির দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান না করিবার জন্য কিংবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো বক্তব্য ও দলিলাদি, যদি থাকে, তাহা দাখিল করিবার জন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে **পরিশিষ্ট-২** অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩)) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া **পরিশিষ্ট-৩** অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন আদেশ প্রদান সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইলে তাহাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান, প্রয়োজনীয় দলিলাদি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া যদি—

(ক) প্রমাণিত হয় যে, আবেদনকারী আইনানুগভাবে নালিশী ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী তাহা হইলে পূর্বের প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত করিয়া **পরিশিষ্ট-৪** অনুযায়ী চূড়ান্ত আদেশ জারি করিতে হইবে; অথবা

(খ) আবেদনকারীর দাবি প্রমাণিত না হয় অথবা উপযুক্ত দেওয়ানি আদালত কর্তৃক নালিশী ভূমির মালিকানা বা স্বত্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে আদেশ প্রদান করা যথাযথ হইবে না মর্মে বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ প্রদান করিয়া মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রয়োজনে, অন্য কোনো অফিসে রক্ষিত তথ্য, রেকর্ড-পত্র, দলিল, ইত্যাদি যাচাই ও এতদুদ্দেশ্যে তলব করিতে এবং উহার কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৬) এই বিধির অধীন আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কার্যক্রম সমাপ্ত করিতে হইবে এবং শুনানি ও পর্যালোচনার বিবরণ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য নির্ধারিত আদেশনামায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি এই বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নালিশী ভূমি হইতে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত বা উহার চেষ্টা করিলে বা হুমকি প্রদান করিলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিরুদ্ধে, একটি স্মারকে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া, অপরাধ বিচারার্থে উপযুক্ত ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ করিবেন বা, ক্ষেত্রমত, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৮) যদি নালিশী ভূমির বিষয়ে গুরুতর শান্তিভঙ্গ বা বিশৃঙ্খলার আশংকা দেখা দেয় এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে, কোনো ব্যক্তিকে হেফাজতে আটক রাখা ব্যতীত উহা প্রতিরোধ করা যাইবে না, তাহা হইলে Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 107 এর sub-section (3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করিবেন এবং নালিশী সম্পত্তির বিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **অবৈধভাবে দখলচ্যুত ব্যক্তির দখল পুনরুদ্ধারের আবেদন পদ্ধতি ও নিষ্পত্তি।**—(১) আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত তাহার দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করা হইলে তিনি **পরিশিষ্ট-৫** অনুসারে উহাতে উল্লিখিত দলিলাদিসহ তাহার পূর্ব-দখলীয় ভূমিতে দখল পুনর্বহাল করিবার নিমিত্ত এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন;

(২) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীর দাখিলকৃত দলিলাদি উহার মূল বা, ক্ষেত্রমত, সার্টিফাইড কপির সহিত যাচাই করিবেন এবং সঠিক পাওয়া গেলে 'মূল/সার্টিফাইড কপির সহিত মিলাইয়া সঠিক পাওয়া গেল' মর্মে সিলমোহর ও স্বাক্ষর প্রদান করিয়া নথির সহিত যুক্ত করিবেন এবং আবেদনের একটি কপিতে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৩) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও দলিলাদি যথাযথ বিবেচিত না হইলে, আবেদনটি নথিভুক্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্তরূপে নথিভুক্ত করা হইলেও পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ পুনরায় আবেদন দাখিল করিবার বিষয়ে কোনো বাধা থাকিবে না।

(৪) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও দলিলাদি যথাযথ বিবেচিত হইলে, **পরিশিষ্ট-৬** অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে হাজির হইয়া লিখিতভাবে কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উপযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা সরেজমিন তদন্তপূর্বক পক্ষগণের বক্তব্য ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া **পরিশিষ্ট-৩** অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা সরেজমিন তদন্তকালে উভয়পক্ষকে দলিলাদিসহ তদন্তস্থানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নোটিশ প্রদান এবং ভূমির পরিমাপ বা নকশা প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের সার্ভেয়ারের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং, প্রয়োজনে, অন্য কোনো অফিসে রক্ষিত তথ্য, রেকর্ড-পত্র, দলিল, ইত্যাদি অনুসন্ধান, যাচাই এবং উহার কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে পুনরায় তদন্তের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত বিষয়ে স্বয়ং তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৮) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, উপ-বিধি (৪) এর অধীন নোটিশ জারির বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া শুনানির জন্য অগ্রসর হইবেন এবং আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ ব্যক্তি ও চৌহদ্দির দখলদারগণ এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে অন্য কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করিবেন।

(৯) গৃহীত সাক্ষ্য, শুনানি ও উভয়পক্ষের দাখিলকৃত দলিলাদি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া যদি প্রমাণিত হয় যে, আবেদনকারী আইনানুগভাবে নালিশী ভূমি দখল করিতেছিলেন এবং তাহাকে আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতীত উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করা হইয়াছে, তাহা হইলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে উক্ত ভূমির দখলে পুনর্বহাল করিবার জন্য **পরিশিষ্ট-৭** অনুযায়ী দখল হস্তান্তর বা পুনরুদ্ধারের আদেশ প্রদান করিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৪) এর অধীন নোটিশ জারি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ না দর্শাইলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারী শুনানি এবং তাহার আবেদন, দলিলাদি ও তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

(১১) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিধির অধীন সম্পাদিত কার্যক্রমে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন) অনুসরণ করিয়া তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(১২) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অন্য কোনো অফিসে রক্ষিত তথ্য, রেকর্ড-পত্র, দলিল, ইত্যাদি যাচাই ও এতদুদ্দেশ্যে তলব এবং উহার কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(১৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রয়োজনে, অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা অপসারণ, জব্দ, ক্রোক, ক্রোককৃত সম্পত্তিতে রিসিভার নিয়োগ, বাজেয়াপ্ত বা বিলি-বণ্টন করিতে পারিবেন।

(১৪) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিধির অধীন ব্যবস্থা গ্রহণকালে নালিশী সম্পত্তির বিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। **দখল পুনরুদ্ধার**।—(১) আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নালিশী ভূমির দখল হস্তান্তর করিবার জন্য প্রতিপক্ষ বরাবর প্রদত্ত আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ দখল হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে দখলে পুনর্বহাল করিবার জন্য **পরিশিষ্ট-৮** অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত আদেশ অনুসারে দখল পুনরুদ্ধার করিয়া আবেদনকারীকে অর্পণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তা **পরিশিষ্ট-৯** অনুযায়ী দখল হস্তান্তরনামা প্রস্তুত করিয়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং ইহার একটি কপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো আবেদনকারীর অনুকূলে দখল হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রয়োজনে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অন্য কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মোতাবেক দখল পুনর্বহালের জন্য সীমানা পিলার, দখলের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের সাইনবোর্ড স্থাপন, যন্ত্র বা অন্য কোনো উপকরণ অথবা জনবল প্রয়োজন হইলে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে, আবেদনকারী নিজ দায়িত্বে উহার ব্যবস্থা করিবেন ও যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিবেন।

(৫) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিধির অধীন দখল পুনরুদ্ধার ও হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে, আবশ্যকীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং আবেদনকারী বা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) অবৈধভাবে ভূমি দখলকারী ব্যক্তি দখল পুনরুদ্ধারে বাধা প্রদান করিলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিরুদ্ধে, একটি স্মারকে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া, অপরাধ বিচারার্থে উপযুক্ত ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ করিবেন বা, ক্ষেত্রমত, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমির ক্ষতিসাধন বা শ্রেণি পরিবর্তন এবং অবৈধভাবে মাটির উপরি-স্তর কর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা।**—(১) আইনের ধারা **১১**, **১২** ও **১৩** এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য করেন, তাহা হইলে কেন তাহার বিরুদ্ধে আইনের ধারা **১৪** এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না, সেই মর্মে জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা **পরিশিষ্ট-১০** অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন, যথাঃ—

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো ভূমি অবৈধ উপায়ে দখল বা উহাতে প্রবেশ বা কোনো স্থাপনা বা কাঠামো নির্মাণ বা উক্ত ভূমি বা উহার কোনো স্থাপনা, বৃক্ষ বা সীমানা চিহ্নের ক্ষতিসাধন;

(খ) অবৈধভাবে সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো ভূমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ভরাট করিয়া উহার শ্রেণি বা প্রকৃতি পরিবর্তন; বা

(গ) জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে আবাদযোগ্য বা কর্ষণীয় ভূমির উপরি-স্তর কর্তন অথবা ভূমির রেকর্ডীয় মালিকের বিনা অনুমতিতে ভূমি বালু বা মাটি দ্বারা ভরাট।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "মাটির উপরি-স্তর" অর্থ সাধারণত কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লাঙ্গলের ঈষ বা যান্ত্রিক চাষযন্ত্রের ফলার সমপরিমাণ বা ৬ (ছয়) ইঞ্চি পরিমাণ গভীর পর্যন্ত মাটির উপরের স্তর, এবং সেচ সুবিধার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বা বর্ষার প্লাবণরোধ করিয়া ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিমিত পরিমাণ মাটি কর্তন করিয়া আইল বা বাঁধ নির্মাণের জন্য মাটি উত্তোলনের সমপরিমাণ গভীর পর্যন্ত মাটির উপরের স্তরও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইলে তাহাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যদি জেলা প্রশাসক বিবেচনা করেন যে, আইনের ধারা ১৪ এর অধীন আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন তাহা হইলে **পরিশিষ্ট-১১** অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করিলে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের বা, ক্ষেত্রমত, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং জেলা প্রশাসক নিজ দায়িত্বে উহা সম্পাদন করিয়া প্রয়োজনীয় খরচ সরকারি দাবি আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

৯। **নোটিশ বা আদেশ জারি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন কোনো নোটিশ বা আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে, জিইপি বা অনুমোদিত কোনো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অতিরিক্ত হিসাবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রয়োজনে, পক্ষগণের ব্যক্তিগত মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে, বা ব্যক্তিগত ই-মেইলে নোটিশ বা আদেশের কপি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) ভুল তথ্য বা ঠিকানা প্রদান করিবার কারণে নোটিশ বা আদেশের কপি জারি করা সম্ভব না হইলে আবেদনকারীকে উহা সংশোধন করিয়া পুনরায় দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে হাতে অথবা তাহার পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিকট বা ইহা সম্ভব না হইলে কিংবা নোটিশ বা আদেশের কপি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে প্রাপকের বসবাসের ঠিকানায় বা পার্শ্ববর্তী কোনো ঘর বা দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া প্রত্যক্ষদর্শী ২(দুই) জন ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া নোটিশ বা আদেশের কপি জারি করা যাইবে।

১০। নকল সরবরাহ।—(১) প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ, নথি ও দলিলাদির সার্টিফাইড কপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি নকল হিসেবে সরবরাহ করা যাইবে।

(২) নকল হিসাবে সরবরাহকৃত সত্যায়িত ফটোকপি আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করিয়া সত্যায়িত করিতে হইবে এবং উহা সার্টিফাইড কপির ন্যায় গ্রহণযোগ্য হইবে।

১১। বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ ও পর্যালোচনা।—(১) আইনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ পরিশিষ্ট-১২ অনুযায়ী প্রতি মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে সরকারের নিকট, প্রয়োজনে, সুপারিশ দাখিলের জন্য, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে, যথা:—

(ক)	অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(খ)	যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)	সদস্য
(ছ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	সদস্য
(জ)	উপসচিব (আইন-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব।

(৩) কমিটি, প্রয়োজনে, অন্য কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে ও উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পরিশিষ্ট-১
[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

অবৈধ দখল প্রতিরোধের আবেদন

বরাবর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নম্বর : .... (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)............

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :..................

প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম ও ঠিকানা : ....

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে আপনার নিকট অভিযোগ করিতেছি যে, আমি আইনানুগভাবে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত ভূমি দখলের অধিকারী ও দখলদার। প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ বেআইনিভাবে আমাকে উহা হইতে উচ্ছেদ/দখলচ্যুত করিতে চাহিতেছেন/হুমকি প্রদান করিতেছেন/আমাকে উহার দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান করিতেছেন বিধায় তাহার/তাহাদের উক্ত বেআইনি কার্য প্রতিরোধসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার নিকট আবেদন করিতেছি।

নিম্নে আমার দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখ করিলাম:—

(১) ভূমির তফসিল (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ):

(২) সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান নম্বর ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডিয় মালিকের নাম এবং অংশানুযায়ী প্রাপ্য ভূমির পরিমাণ;

(৩) বলবৎ নামজারি খতিয়ান নম্বর ও সংশ্লিষ্ট মালিকের নাম এবং অংশানুযায়ী প্রাপ্য ভূমির পরিমাণ:

(৪) বলবৎ নামজারি মোকাদ্দমা নম্বর, জোত/হোল্ডিং নম্বর ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিবরণ;

(৫) সর্বশেষ রেকর্ডিয় মালিক হইতে ভূমি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার সুনির্দিষ্ট বিবরণ:

(৬) আদালতের আদেশে মালিকানা লাভ করিলে উহার বিবরণ:

(৭) দখলের বিবরণ/সময়/স্থাপনার বিবরণ (যদি থাকে):

(৮) প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক কত তারিখে এবং কিভাবে দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা করা বা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হইয়াছে:

(৯) নালিশী ভূমি যৌথভাবে/এজমালিতে দখলভোগ করেন কিনা:

(১০) নালিশী ভূমি নিয়ে কোনো দেওয়ানি মামলা চলমান থাকিলে উহার বিবরণ ও সর্বশেষ অবস্থা:

(১১) অন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য (প্রমাণক যুক্ত করুন):

প্রতিনিধি বা আইনজীবীর মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহার নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা : ....

তারিখ : আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্ত দলিলাদি (. . . ফর্দ):

(ক) সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান ও সংশ্লিষ্ট মালিকের নাম;

(খ) বলবৎ নামজারি খতিয়ান নম্বর, ডিসিআর, দাখিলা;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ভূমি হস্তান্তর দলিল;

(ঘ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদ এবং রেজিস্ট্রিকৃত বণ্টননামা দলিল বা নিজ নামীয় খতিয়ান;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ;

(চ) প্রতিপক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত নোটিশ জারি ফরম;

(ছ) নালিশী ভূমির চৌহদ্দিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবস্থিত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের কমপক্ষে ২ জন করিয়া মোট ৮ জন ভূমি মালিক বা দখলদারগণের নাম, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর;

(জ) দাবির সমর্থনে অন্য কোনো তথ্য-উপাত্ত, স্থিরচিত্র, ভিডিও, ইত্যাদি (যদি থাকে);

(ঝ) দাখিলকৃত আবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি;

(ঞ) প্রযোজ্য ফি।

পরিশিষ্ট-২

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা হুমকি প্রদান অথবা উক্ত ভূমির দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান না করিবার জন্য কিংবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য ও দলিলাদি দাখিলের জন্য আদেশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নং ....

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :....................................

স্মারক নং .... তারিখ: ....

প্রাপক (প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম, বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর) :

....

....

যেহেতু আবেদনকারী আমার নিকট আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি হইতে তাহাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা হুমকি প্রদান বা তাহাকে উহাতে দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান করিবার অভিযোগ করিয়া আপনার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন (আবেদনের কপি সংযুক্ত);

সেহেতু আপনাকে আদেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি উক্ত তফসিলভুক্ত ভূমি হইতে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা ভূমিতে প্রবেশে বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন; এবং

আপনি যদি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো বক্তব্য ও দলিলাদি দাখিল করিতে চাহেন তাহা হইলে আগামী ২০ ....সালের .... মাসের ....তারিখে ....ঘটিকার সময় আপনি স্বয়ং আমার অফিসে উপস্থিত হইয়া উহা দাখিল করিবেন;

অন্যথায়, আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে এবং এই আদেশ চূড়ান্ত করা হইবে।

অদ্য ২০ ....সালের .... মাসের ....তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর যুক্ত করিয়া এই আদেশ প্রদান করা হইল।

সংযুক্তি: ....ফর্দ।

তফসিল: (থানা, মৌজা, জেএল নং, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি)

অফিসের সিলমোহর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-৩

[বিধি ৫(৩) এবং ৬(৫) দ্রষ্টব্য]

তদন্ত প্রতিবেদন

বরাবর,

....

বিষয়: আবেদন নং ....এর তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্রঃ ....

(ক) তদন্ত অনুষ্ঠানের স্থান ও তারিখঃ

(খ) উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম/ঠিকানাঃ

(গ) নালিশী ভূমি সরেজমিন তদন্ত/যাচাই করিয়া প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ—

(১) ভূমির তফসিলঃ (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ):

(২) সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ানের আলোকে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডিয় মালিক/পূর্বসূরীর নাম ও নালিশী ভূমিতে প্রাপ্যতার পরিমাণ/বিবরণঃ

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সর্বশেষ রেকর্ডিয় মালিক হইতে ভূমি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার সুনির্দিষ্ট বিবরণঃ

(৪) বলবৎ নামজারি খতিয়ানের আলোকে সংশ্লিষ্ট মালিকের নাম এবং নালিশী ভূমিতে প্রাপ্যতার পরিমাণ/ বিবরণ, নামজারি মোকদ্দমা নম্বর, জোত/হোল্ডিং নম্বর ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিবরণঃ

(৫) নালিশী ভূমির চৌহদ্দির দখলদার/সহশরিকগণের বক্তব্যঃ

(৬) প্রতিপক্ষ ব্যক্তির দাবি/বক্তব্য/দলিলাদি এবং উহার যথার্থতাঃ

(৭) আবেদনকারী আইনানুগভাবে নালিশী ভূমি দখলে রাখিতে পারেন কিনা এবং তিনি বেআইনিভাবে দখলচ্যুত হইয়াছেন কিনা, হইলে কাহার দ্বারা দখলচ্যুত হইয়াছেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৮) নালিশী ভূমিতে বিদ্যমান স্থাপনার বিবরণ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দখল পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

(৯) নালিশী ভূমিতে সরকারি স্বার্থ রহিয়াছে কিনাঃ

(১০) সার্বিক মন্তব্যঃ

তারিখঃ তদন্তকারী কর্মকর্তার/ভূমি সহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-৪

[বিধি ৫(৪)(ক) দ্রষ্টব্য]

দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা হুমকি প্রদান অথবা উক্ত ভূমির দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান না করিবার চূড়ান্ত আদেশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নং ....

স্মারক নং .... তারিখঃ ....

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানাঃ ....

প্রাপক (প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম, বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর):

....

....

যেহেতু আবেদনকারী আমার নিকট আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি হইতে তাহাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা বা তাহাকে উহাতে দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান করিবার অভিযোগ করিয়াছেন (আবেদনের কপি সংযুক্ত); এবং

যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি করা হইয়াছে; অথবা আপনি উপস্থিত না হওয়ায় বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো বক্তব্য দাখিল না করিবার কারণে একতরফা শুনানি গ্রহণ করা হইয়াছে, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য; এবং

যেহেতু শুনানি ও পর্যালোচনান্তে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবেদনকারী আইনানুগভাবে তফসিলভুক্ত ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী;

সেহেতু আপনাকে আদেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি উক্ত তফসিলভুক্ত ভূমি হইতে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার চেষ্টা, হুমকি প্রদান, অথবা তাহাকে উক্ত ভূমির দখল বা প্রবেশে বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন;

অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অদ্য ২০ ....সালের .... মাসের ....তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর যুক্ত করিয়া এই আদেশ প্রদান করা হইল।

সংযুক্তিঃ ....ফর্দ।

তফসিল: (থানা, মৌজা, জেএল নং, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি)

অফিসের সিলমোহর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-৫

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

দখল পুনরুদ্ধারের আবেদন

বরাবর,

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নম্বরঃ ....(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)................

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানাঃ ....

প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরঃ ....

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে আপনার নিকট অভিযোগ করিতেছি যে, আমি আইনানুগভাবে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত ভূমি দখলের অধিকারী ও দখলদার থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ বেআইনিভাবে আমাকে উহা হইতে উচ্ছেদ/দখলচ্যুত করিয়াছেন।

আমাকে উক্ত ভূমির দখলে পুনর্বহাল করিবার জন্য আপনার নিকট আবেদন করিতেছি।

নিম্নে আমার দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখ করিলাম—

(১) ভূমির তফসিলঃ (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ):
(২) সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান নম্বর ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডিয় মালিকের নামঃ
(৩) বলবৎ নামজারি খতিয়ান নম্বর ও সংশ্লিষ্ট মালিকের নামঃ
(৪) বলবৎ নামজারি মোকদ্দমা নম্বর, জোত/হোল্ডিং নম্বর ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিবরণঃ
(৫) সর্বশেষ রেকর্ডিয় মালিক হইতে ভূমি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার সুনির্দিষ্ট বিবরণঃ
(৬) আদালতের আদেশে মালিকানা লাভ করিলে উহার বিবরণ;
(৭) আবেদনকারী আনুমানিক কত সময় ধরিয়া এবং কীভাবে দখল করিতেছিলেনঃ
(৮) স্থাপনার বিবরণ (যদি থাকে):
(৯) প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক কত তারিখে এবং কিভাবে দখলচ্যুত করা হইয়াছেঃ
(১০) নালিশী ভূমি যৌথভাবে/এজমালিতে দখলভোগ করেন কিনাঃ
(১১) নালিশী ভূমি নিয়ে কোনো দেওয়ানি মামলা চলমান থাকিলে উহার বিবরণ ও সর্বশেষ অবস্থাঃ
(১২) দাবির স্বপক্ষে অন্য কোনো তথ্য (প্রমাণক যুক্ত করুন):

প্রতিনিধি বা আইনজীবীর মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহার নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানাঃ ....

তারিখঃ আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্ত দলিলাদি (......ফর্দ):
(ক) সবশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান ও সংশ্লিষ্ট মালিকের নাম;
(খ) বলবৎ নামজারি খতিয়ান নম্বর, ডিসিআর, দাখিলা;
(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ভূমি হস্তান্তর দলিল;
(ঘ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদ এবং রেজিষ্ট্রিকৃত বণ্টননামা দলিল বা নিজ নামীয় খতিয়ান;
(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ;
(চ) প্রতিপক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত সমন জারি ফরম;
(ছ) দাবির সমর্থনে অন্য কোনো তথ্য-উপাত্ত, স্থিরচিত্র, ভিডিও, ইত্যাদি (যদি থাকে);
(জ) দাখিলকৃত আবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি;
(ঝ) প্রযোজ্য ফি।

পরিশিষ্ট–৬

[বিধি ৬(৪) দ্রষ্টব্য]

কারণ দর্শাইবার নোটিশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নং:...................

স্মারক নং:............................ তারিখ:...............

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:.........................

প্রাপক: (প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম, বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর):

....

....

যেহেতু আবেদনকারী আমার নিকট আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি হইতে তাহাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাহাকে দখলে পুনর্বহাল করিবার আবেদন করিয়াছেন (আবেদনের কপি সংযুক্ত); সেহেতু এই মর্মে এতদ্দ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে,

তফসিলভুক্ত ভূমি আবেদনকারী বরাবর দখল হস্তান্তর করিবার বা, ক্ষেত্রমত, তাহার অনুকূলে দখল পুনরুদ্ধার করিবার আদেশ কেন দেওয়া হইবে না, সেই বিষয়ে ২০..........সালের..........মাসের......... তারিখে............ঘটিকার সময় আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা আইনজীবীর মাধ্যমে আমার অফিসে উপস্থিত হইয়া লিখিতভাবে কারণ দর্শাইবেন ও আপনার দাবির স্বপক্ষে দলিলাদি (যদি থাকে) দাখিল করিবেন।

আপনি উপরি-উক্ত তারিখে ও পরবর্তী ধার্য তারিখে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে আপনার অনুপস্থিতিতে অভিযোগের শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে।

অদ্য ২০.............সালের................মাসের..............তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর যুক্ত করিয়া এই নোটিশ দেওয়া হইল।

সংযুক্তি:.......ফর্দ।

তফসিল: (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ)

অফিসের সিলমোহর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট–৭

[বিধি ৬(৯) দ্রষ্টব্য]

দখল হস্তান্তর/দখল পুনরুদ্ধার করিবার আদেশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

....

আবেদন নং:...................

স্মারক নং:............................ তারিখ:...............

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:.........................

প্রাপক (প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর):

১।..................

....

যেহেতু আবেদনকারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি হইতে তাহাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাহাকে দখলে পুনর্বহাল করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ/শুনানি করা হইয়াছে; অথবা নোটিশ জারি হওয়া সত্ত্বেও আপনি নির্ধারিত কার্যদিবসসমূহে উপস্থিত হইয়া জবাব/বিবৃতি দাখিল না করিবার কারণে এক তরফা শুনানি গ্রহণ করা হইয়াছে, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য; এবং

যেহেতু, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবেদনকারী আইনানুগভাবে তফসিলভুক্ত ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী ও তিনি উক্ত ভূমি দখল করিতেছিলেন এবং আপনি আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতীত তাহাকে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিয়াছেন;

সেহেতু আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই আদেশ জারির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আপনার অবৈধ দখল পরিত্যাগ করিয়া ও আপনার স্থাবর-অস্থাবর স্থাপনা (যদি থাকে) নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিয়া আবেদনকারীর অনুকূলে ভূমির দখল হস্তান্তর করিবেন;

অন্যথায়, আপনাকে অবৈধ দখল হইতে উচ্ছেদ করিয়া আবেদনকারীকে দখলে পুনর্বহাল করা হইবে এবং, প্রয়োজনে, আপনার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ/ ক্রোক করা হইবে এবং আপনার বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘন ও এই আদেশ অমান্যের কারণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অদ্য ২০--------সালের---------মাসের-------------তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর যুক্ত করিয়া এই আদেশ দেওয়া হইল।

সংযুক্তি: ----------- ফর্দ।

তফসিল : (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ)

অফিসের সিলমোহর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-৮
[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

দখল পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আদেশ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

আবেদন নং :-------------------

স্মারক নং : --------------------------- তারিখ : --------------

প্রাপক :

------(আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)-----------------------

যেহেতু আবেদনকারী --------- (নাম ও ঠিকানা)---------------প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ-----------(নাম ও ঠিকানা)--- এর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি হইতে তাহাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করিবার অভিযোগ এবং তাহাকে দখলে পুনর্বহাল করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু সাক্ষ্য গ্রহণ/শুনানি/পর্যালোচনান্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবেদনকারীকে আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতীত তফসিলভুক্ত ভূমি হইতে উচ্ছেদ বা দখলচ্যুত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সে তাহার অবৈধ দখল পরিত্যাগ করিয়া আবেদনকারীর অনুকূলে ভূমির দখল হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইয়াছে;

সেহেতু এতদ্দ্বারা আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণকে অবৈধ দখল হইতে উচ্ছেদ করিয়া আবেদনকারীকে দখলে পুনর্বহাল করিয়া তাহার অনুকূলে দখল হস্তান্তর করিবেন এবং, প্রয়োজনে, তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উচ্ছেদ/অপসারণ অথবা জব্দ বা ক্রোক করিয়া এই আদেশ বাস্তবায়নে আইনানুগ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অদ্য ২০ .... সালের .... মাসের ....তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর যুক্ত করিয়া এই আদেশ দেওয়া হইল।

সংযুক্তি: .... ফর্দ।

তফসিল: (জেলা, থানা, মৌজা, জেএল নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ)

অফিসের সিলমোহর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

অনুলিপি:

১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (উচ্ছেদ কার্যক্রমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধসহ)।

২। পুলিশ সুপার।

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

৫। সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করিয়া দখল পুনরুদ্ধারের দিন ও সময় নির্ধারণ ও নির্ধারিত তারিখে ধার্য তারিখে তফসিল বর্ণিত ভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া এতদ্‌সংযুক্ত দখল হস্তান্তরনামা প্রস্তুত করিয়া এই অফিসে ফেরত প্রদান প্রেরণ করিবেন এবং উহার একটি কপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন)।

পরিশিষ্ট-৯
[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

দখল হস্তান্তরনামা

……………………, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট …………………… এর আবেদন নং ………….. এর ……………. তারিখে প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তফসিলে বর্ণিত ভূমির দখল প্রতিপক্ষের/প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া আবেদনকারী (দখল পাইবার আদেশপ্রাপ্ত) জনাব ……………………………….., (জাতীয় পরিচয় পত্র নং …………………………..); ঠিকানাঃ ………………………………………… এর বরাবর অদ্য ……………… তারিখে ………………… ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে দখল হস্তান্তর করিয়া এই দখলনামা জারি করিলাম।

তফসিলভুক্ত ভূমিতে প্রাপ্ত মালামাল (তালিকামতে, যদি থাকে) জব্দ / ক্রোক করিয়া ……………… এর জিম্মায় হস্তান্তর করিলাম। …………….. (প্রযোজ্য না হইলে কাটিয়া দিন)……..।

তফসিল: (থানা, মৌজা, জেএল নং, খতিয়ান নং, দাগ, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি)

তফসিল বর্ণিত ভূমির দখল বুঝিয়া পাইলাম

দখল গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বাক্ষরঃ

নাম…………………………..

ঠিকানা…………………………..

সংশ্লিষ্ট ভূমি সহকারী কর্মকর্তা

স্বাক্ষর……………..

নাম…………………..

পদবি…………………

সিলমোহর…………..

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা

স্বাক্ষর……………..

নাম…………………..

পদবি…………………

সিলমোহর…………..

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা

১। …………………………..

২। …………………………..

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ-

অবগতি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইল:

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ……………………… উপজেলা।

২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ……………………… উপজেলা।

৩। চেয়ারম্যান ………………. ইউনিয়ন ………………… উপজেলা।

৪। জনাব ……………………… প্রতিপক্ষ (রেজিস্টার্ড ডাকে জারি করিতে হইবে, যদি উপস্থিত না থাকে)।

পরিশিষ্ট-১০

[বিধি ৮(১)]

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১/১২/১৩ এর অধীন কার্যের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

....

স্মারক নং .... নং : ....

প্রাপক: তারিখঃ ....

....

যেহেতু আপনি .... নিম্ন তফসিলে বর্ণিত ভূমিতে নিম্নবর্ণিত এক/ একাধিক কার্য করিয়াছেন, যথা:-

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো ভূমি অবৈধ উপায়ে দখল বা উহাতে প্রবেশ বা কোনো স্থাপনা বা কাঠামো নির্মাণ বা উক্ত ভূমি বা উহার কোনো স্থাপনা, বৃক্ষ বা সীমানা চিহ্নের ক্ষতিসাধন;

(খ) অবৈধভাবে সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো ভূমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ভরাট করিয়া উহার শ্রেণি বা প্রকৃতি পরিবর্তন;

(গ) জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে আবাদযোগ্য বা কর্ষণীয় ভূমির উপরি-স্তর কর্তন অথবা ভূমির রেকর্ডীয় মালিকের বিনা অনুমতিতে ভূমি বালু বা মাটি দ্বারা ভরাট;

এবং যেহেতু আপনার উক্ত কার্য ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহা আগামী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে উপস্থিত হইয়া উহার কারণ দর্শাইবেন;

অন্যথায় কর্তৃপক্ষের নিজ দায়িত্বে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উহার আবশ্যকীয় খরচ আপনার নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও দায়ের করা হইবে।

অদ্য ২০.......... সালের................... মাসের ....তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত এই নোটিশ জারি করা হইল।

তফসিল: (থানা, মৌজা, জেএল নং, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি)

সিলমোহর কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-১১
[বিধি ৮ (২)]

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪ এর অধীন আদেশ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

....

নং:............................

স্মারক নং............................. তারিখ.............................

প্রাপক:

....

যেহেতু আপনি নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমিতে.......................(অপরাধমূলক কার্যের বিবরণ)......................... ....কার্য করিয়াছেন; এবং

যেহেতু আপনার উক্ত কার্য ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১/১২/১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আপনাকে কারণ দর্শানো হইয়াছে এবং আপনার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে শুনানি করা হইয়াছে; অথবা আপনি উপস্থিত হন নাই বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো বক্তব্য দাখিল করেন নাই, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য ; এবং

যেহেতু আপনার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হইয়াছে;

সেহেতু আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আগামী..............তারিখের মধ্যে নিজ দায়িত্বে নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পন্ন করিবেন, যথা:-

ক)............................(ধারা ১৪ অনুযায়ী যাহা করিতে আদেশ করা হইবে)...............................

খ)...

অন্যথায়, কর্তৃপক্ষের নিজ দায়িত্বে উহা সম্পাদন করা হইবে ও উহার আবশ্যকীয় খরচ আপনার নিকট হইতে মামলা করিয়া আদায় করা হইবে এবং আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হইবে।

অদ্য ২০......................সালের...................মাসের ....তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত অত্র আদেশ জারি করা হইল।

তফসিল: (থানা, মৌজা, জেএল নং, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি)

সিলমোহর কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিলমোহর

পরিশিষ্ট-১২
[বিধি ১১(১)]

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

বিভাগ:......................................

বিবেচ্য মাস, বৎসর:.......................

জেলার নাম	পূর্ব হইতে অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে প্রেরিত আবেদনের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসের শেষ কর্মদিবসে অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে দখল পুনরুদ্ধারের সংখ্যা	৩ (তিন) মাসের অধিক সময় অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা (যদি থাকে)	আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত সমস্যা/সুপারিশ (যদি থাকে)
মোট							

বিভাগীয় কমিশনারের মন্তব্য/সুপারিশ:..
....।

স্বাক্ষর ও সিলমোহর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম সালেহ আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd